দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

2 JUL 1987
065 তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

শিশুদের আশেপাশে

আমরা সবাই ভালো পরিবেশ চাই। একটু ভালো থাকতে চাই। স্বাচ্ছন্দ্য না হলেও স্বস্তি তো অবশ্যই। কিন্তু আসলে তা পাচ্ছি কই। যত দিন যাচ্ছে, ঝক্কি-ঝামেলা যেন বাড়ছেই।

চলার পথের শান্তি তো গেছে কবেই। কেবল ট্রাক-বাস নয়, পথ চলতে এখন ভ্রাম্যমাণ দোকানী-দেরকেও ভয়। রাস্তার মাঝখানটা এড়িয়ে হাঁটবেন—সে জো নেই। পাশে থরে থরে পসার সাজিয়ে বসে আছেন সব ক্ষুদে দোকানী। আচার-চানাচুর, ফল-ফলারী, তরি-তরকারি, লাচ্ছি-সরবৎ—নেই কি? পান সিগারেটের আর ফুচকা চটপটির কারবারে তো এখন ঢাকার পথঘাট একাকার। আর টুকরো-কাপড় ও সেকেন্ড হ্যান্ড প্যান্ট-শার্ট? ও-তো বিরাট কারবার। রিকশা বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সাদর আমন্ত্রণ, নতুন গাঁট থেকে ছিটকে-আসা কাপড়, রাজপথ হলেই সস্তা দর, কিংবা দেশী গার্মেন্টস-এর বিদেশে রফতানীর সামগ্রী, হাতের কাছে পেয়ে হারাতে আছে অমন মহার্ঘ্য পদার্থ?' প্রায় ঘিরে-ধরা এমন সওদাগরদের দু' হাতে ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছানো অবশেষে সম্ভব হলেও এরপরে চটকরে কাজে মন বসানো কি সম্ভব?

বিপণী-কেন্দ্র আর লাগে না ভিন্ন করে—পুরো শহরটিই এখন বিপণনের আগার। মতিঝিল, দিলকুশা, কাওরান বাজার, শেরে বাংলা নগর—সর্বত্র এখন বিকি-কিনিতে গুলজার। চত্বর যতই ছোট হোক, আপিস-কাছারির সামনে এখন চাল-ডাল মশলা-পাতির আসর। মওসুমী ফলের সমাহার তো পুরনো ব্যাপার। জ্যান্ত মুরগী-হাঁস, কাটা বা টুকরো-মাংস যদি চান—অসুবিধে নেই। পাবেন আপিসের সিঁড়ি থেকে নেমেই। শহর ভরে এখন বিলাসী ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের রোশনাই। শ্রী বা সৌন্দর্য যেন পালাই পালাই।

কখনো কখনো বৈপরীত্যে হোঁচট খেতে পারেন। এই যেমন হয়তো কখনো প্রশান্ত মন নিয়ে কোনো ছবির দোকানে গেলেন। প্রিয় শিল্পীর—আঁকা কিছু কিনবেন ঠিক করলেন। অথবা চাইলেন কিনতে কোনও প্রিয় কবির কাব্যগ্রন্থ। কিংবা হঠাৎই চলার পথে দেখলেন ছোট্ট মেয়ের হাতে তাজা ফুল, হতে পারে বেলি, কদম, রজনীগন্ধা বা বকুল। এক অপার ভালো লাগায় স্নাত হলেন। কিন্তু তখুনি দেখলেন, বিক্রেতার হাতে বন্দী রাজহাঁস বা বন্দখাঁচায় পাখির ঝাঁক। সুরের তাল কেটে গেলে যেমন। আপনার সেই মুহূর্তের অবস্থাটি হবে ঠিক তেমন, মনে হবে কার অভিশাপে যেন ঘটলো এই ছন্দপতন।

মনের বিমূর্ত দুঃখ-বিলাপ না হয় চেপে রাখা গেলো, কিন্তু একান্ত জাগতিক সে বিপত্তি, তা কী করে সওয়া যায়? একটু লক্ষ্য করুন, দেখবেন—বেচনে-অলাদের টার্গেট শুধু আপিস-আদালতের সাহেব ও কর্মচারী-রাই নন—স্কুল-কলেজের কোমল মতি শিক্ষার্থীরাও। আজকের দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্কুলে-পড়ানোর যে ফ্যাকড়া—তার বিশাল অংশ হচ্ছে আনা-নেয়া। তাদের একা ছেড়ে দেয়া যায় না। মেয়ে বড় হলে আরও দুর্ভাবনা। কিন্তু চোখে চোখে রেখে এবং সঙ্গে করে নিয়ে এনে পার পাবেন যদি মনে করেন, তবে বুঝতে হবে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন। স্কুলের গেট-এর আশপাশ দেখুন। ঘেরাও হয়ে আছে বিক্রেতাদের হাতে। সেখানেও বহু জিনিস মিলছে। খাবার মধ্যে টক-মিষ্টি-ঝাল বা ঠান্ডা গরম তো বটেই, সে সঙ্গে আরও অনেক কিছু। ক্যাসেট, রমা রমা ম্যাগাজিন, চিত্র-বিচিত্র ভিউকার্ড। আছে লেস-ফিতা, সুচি কাজ করা ওর্না-কামিজ, টিপ-নেল-পলিশ, কাচ, মাটি, প্লাস্টিক, স্টেনলেস স্টীলের রকমারি চুড়ি। মাত্র কিছুকাল আগেও স্কুলের বাইরের পরিবেশ ছিমছাম থাকলেও এখন তা আর নেই, দেখে মনে হবে বৈশাখি মেলা বুঝি।

ফলাফলটা কি? স্কুল শুরু ও শেষে কাঁচা শিক্ষার্থীদের ভিড় জমে যায়—শৃংখলার প্রশ্নটি লাটে ওঠে। শুধু ভিড়-ই তো সমস্যা নয়, সমস্যা অন্যত্র। এসব পসারকে কেন্দ্র করে অশুভ চক্র জোট বাঁধে, স্ট্রিট-রোমিওদের ভিড় বাড়ে। পাড়ায় পাড়ায় যতো মাস্তান—যতো দুর্জন আছে, মেয়ে-স্কুলের পাশে সুযোগ-সন্ধানী হয়ে ওঠে। আপত্তিকর ভিউকার্ড অল্প দামে মেলে—ছাত্র-ছাত্রীরা তা অবাধে কেনে আর অশ্লীল কার্ড জমানোর 'হবি' তৈরি করে। স্কুল বা অভিভাবকের সাধ্য কি—সতর্ক থাকেন?

এমনি করে নিরুপায় অস্থিরতার মধ্যে বসবাস আমাদের। চাইলেও স্বস্তিতে থাকা যাচ্ছে না, ব্যাপারটা যেন পুরোপুরি ভাগ্যের। অবশ্য আমরা কবেই বা আর হিসেব করে চলতে পেরেছি। চিরটাকালই তো এলো পাতাড়ি কাজের খপ্পড়ে রয়েছি। এ সমাজে কি কোনও সিনেমা হল তালা বন্ধ হয়েছে কাছাকাছি স্কুল কলেজ আছে বলে? কিংবা বন্ধ হয়েছে হৈ চৈ, সরে গেছে বাস বা রিকশার স্ট্যান্ড কেন্দ্র ক্লিনিক বা হাসপাতালের দোহাইয়ে? শিশু-পার্কের কাছে গাড়ি ঘোড়ার গতি কি কখনো কমানো নিয়ম হয়েছে অথবা থেমে গেছে ট্রাকের চাকা স্কুল ছুটির বা শুরুর সময়ে? 'স্কুল' লেখা সচিত্র সিগন্যাল? ও-তো অনেকটা ফ্যাশন উন্নত-দেশী কায়দায়, ওর তাৎপর্য কে-ই বা মানতে যায় অথবা কে কাকে বোঝায়? ও-তো এমনি এমনি থাকে, যেমন থাকে লেখা ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে 'মাত্র অত জন বসিবেক'—অথবা রাস্তার দেয়ালে পোস্টারে—'যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবেন না' কিংবা 'ডাস্ট বিন ছাড়া আবর্জনা অন্য-কোথাও ফেলা নিষেধ। এমন কি ঐ যে যানবাহন-পরিবহণের জন্য লাল সবুজ সংকেত, তার কতো টুকু মূল্য? ব্যক্তিগত নীতিই তো এখানে যথার্থ। ব্যক্তি-স্বার্থই এখানে বড়। সমষ্টি, গোষ্ঠী, এমন শব্দ ভুয়ো। ওই সব লেখালেখি সব নিয়ম-মানা মায়া; অনেকটা লোক দেখানো ফলে, কিছু মানুষ ধোকা দিয়ে পার পাচ্ছে আর গরিষ্ঠ মানুষ কেবলি বোকা বনছে।

অবস্থা এখন এমন হয়ে গেছে যে অন্যায়ভাবে কেউ যদি কোনও জায়গা দখল করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবসায়ে লাগায়, তাকে চ্যালেঞ্জ দূরে থাকুক জিভ নেড়ে জিজ্ঞেস করতেও বাধে। বাধে সে জায়গা শত পাবলিক প্লেস হলেও। না, সংকোচ নয়, ভীতি। মনে শংকা জাগে, 'কি লাভ শেষমেষ জান-মান খুইয়ে? এ ভয় একজনের নয়, সকলের। তাই একজন এক-জন করে সকলেই চুপ করে থাকে এবং এ নীরবতায় নির্বিবাদে অন্যান্য কর্ম মাথাচাড়া দিতে পারে। খোলা জায়গা বে-দখল করে একদিন তাতে এক ধরনের স্বত্ব দাবি করা সহজ হয়ে ওঠে নির্বিচার-দখল প্রাপ্তির সুবাদে। এরপর তুলতে গেলে তা উৎখাত হয়ে পড়ে। ফুটপাথ বা রাস্তার পাশের সরু-পথ এমনি করেই কেনা-বেচার আখড়া হয়ে উঠেছে।

বাসা-বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট গড়ে উঠছে বেশ কিছুকাল থেকেই। সাধারণ বসত এলাকার তো কথাই নেই—বহুল ঘোষিত আবাসিক এলাকাও আজ আর ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা দোকানপাটের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত নয়। এর জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী বাড়ির মালিক নিজেই। বাড়ির সামনের সামান্যতম অংশও দোকান ভাড়া দিয়ে লাভ করা চাই—পাশাপাশি সকলেই বাড়ির অধীশ্বর হলে যতো অসুবিধাই হোক—প্রতিবাদ করার কেউ নেই এবং এ ব্যাপারে মত-বিরোধেরও অবকাশ নেই। ভাড়াটেরা তো শিশুর হাতের খেলনার মত।

এই অবস্থার প্রতিকার যখন চাইছিলেন সকলে, তখুনি দেখা গেলো—খোলা পথঘাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারপাশও চলে যাচ্ছে ঐ ব্যবসায়ীদের কবলে। তাই আজ জনমনে জিজ্ঞাসা জাগছে—দিনে দিনে কি বিড়ম্বনা বেড়েই চলবে? আজ যেটুকু ভালো আছে, কাল কি তা-ও উবে যাবে? সব-ভালো খুইয়ে মানুষ কি করবে তবে?

—হোসনে আরা শাহেদ